০৯-০৮-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এবার এই পুরানো গৃহ-ত্যাগ করে বাবার সঙ্গে যেতে হবে তারজন্য এই গৃহের (দেহের) মমত্ব নির্মূল করে দাও, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো"

প্রশ্ন:- দেহি-অভিমানী বাচ্চাদের মুখে কোন্ কথাটি মানানসই নয় ?

উত্তর:- আমার মনে শান্তি আসবে কিভাবে ? এই কথাটি দেহি-অভিমানী বাচ্চাদের মুখে মানানসই নয়। দেহ-অভিমানী মানুষেরা এইরূপ কথা ব'লে কারণ তাদের আত্মা-র জ্ঞান নেই। তোমরা জানো আত্মার স্ব-ধর্মই হল শান্ত । মনের শান্তির কোনো প্রশ্নই নেই। আত্মা নিজের স্বধর্মে যদি টিকে যায় তাহলেই মন শান্ত হয়ে যাবে। যে আত্মা, সে-ই হল পরমাত্মা, যারা একথা বলে তারা বুঝতে পারবেনা ।

গান :- জীবন তোমার গলিতে মরণও তোমার গলিতে .... ।

ওমশান্তি । বাচ্চারা জানে মৃত্যু কি । আত্মার এই দেহ থেকে আলাদা হওয়ার প্রক্রিয়াকে মৃত্যু বলা হয়। এখানে বাচ্চারা জানে আমরা জীবিত অবস্থায় দেহ থেকে আলাদা বা পৃথক এবং পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে পরমধামে ফিরে যাই। যে আত্মারা ফিরে যেতে পারেনা তাদের যোগের দ্বারা পবিত্র করেন। একেই বলা হয় জ্ঞান । আত্মা জ্ঞান প্রাপ্ত ক'রে । এইরূপ মিষ্টি বাচ্চারা - বাচ্চারা বলে কে সম্বোধন করে ? পরমপিতা পরমাত্মা , যাঁকে সব ভক্তরাই স্মরণ করে থাকে। আত্মা বুঝতে পারে পতিত-পাবন পিতা হলেন মুক্তি-জীবনমুক্তির প্রদাতা । ওঁনার তো নিজস্ব দেহ নেই। এই দেহ লোন নিয়েছেন অর্থাৎ ব্রহ্মার দেহটি ধার নিয়েছেন । এই গৃহ আমাকেও ত্যাগ করতে হবে, এই গৃহ যার তাকেও ত্যাগ করতে হবে। তোমাদের সবারই পুরানো গৃহ রয়েছে যাতে জানালা ইত্যাদি সবই আছে। তাই বাবা বলেন বাচ্চারা এই পুরানো গৃহ সবাইকে ত্যাগ করতে হবে। আমার সঙ্গে পরমধামে ফিরে যেতে হবে , তাই জীবিত অবস্থায় এই দেহ রূপী গৃহ থেকে মমত্ব মিটিয়ে দাও । নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো এবং বাবাকে স্মরণ করো। এই কথা তো বাচ্চারা জানে যে - দুটি বস্তু রয়েছে - জীব এবং আত্মা । মানুষ যখন দুঃখ ভোগ ক'রে তখন জীবঘাত অর্থাৎ জীবকে আঘাত ক'রে । আত্মাকে আঘাত নয়। আত্মা জানে , এই দেহের জন্যেই আত্মা দুঃখ ভোগ ক'রে , তাই ত্যাগ করতে চায়। তোমাদের আত্মা জানে আমরা এখন দুঃখধামে বাস করছি। এই দেহটি হল পুরানো গৃহ । বাবা বুঝিয়েছেন - এই দেহটি হল অকাল-তখ্ত , এইটি ত্যাগ করে অন্যটি গ্রহণ করতে হবে। তখ্ত না বলে গৃহ বলা ঠিক হবে। গৃহে জানালা ইত্যাদি হয় , তাই দেহটিকে গৃহ বলা হয়। তখ্তে বসে তো রাজত্ব করা হয়। এইসময় হল দুঃখধাম । হ্যাঁ , এইরকম নিশ্চয়ই হয় আত্মাকে গৃহে অর্থাৎ নতুন দেহে বসে সিংহাসনে বসতে হবে। রাজত্ব করতে হবে। দুনিয়ায় এমন অন্য কেউ নেই যে বাবার কাছে রাজত্ব প্রাপ্ত ক'রে , যতক্ষণ বাবা না আসেন ততক্ষণ বাদশাহী প্রাপ্ত হবে কিভাবে !

তোমরা জানো বাবা আমাদের শাহেনশাহ অর্থাৎ মহারাজা করতে এসেছেন । যেমন রাজাদের চেয়ে মহারাজার স্থান উচ্চে । তাই বাবা বলেন তোমাদের রাজার রাজা করা হয়। তোমাদের আত্মা জানে - এই পুরানো গৃহ ত্যাগ করতে হবে। আত্মা সর্বপ্রথমে সতোপ্রধান গৃহ প্রাপ্ত ক'রে । সতোপ্রধান

গুণবান আত্মা হলে সতোপ্রধান দেহ প্রাপ্ত হয়। আত্মা জানে , কিভাবে আমরা আত্মারা গৃহ প্রাপ্ত করি। উচ্চ পবিত্র আত্মাদের সেই অনুরূপ দেহ প্রাপ্ত হয়। পবিত্র হলে পবিত্র গৃহ প্রাপ্ত হবেই । যখন পবিত্র করতে পতিত-পাবন স্বয়ং আসেন তখনই আমরা পবিত্রে পরিণত হই। তিনি নিজেই বলেন বাচ্চারা তোমরা আমাকে স্মরণ করেছ, এখন আমি এসেছি । কল্প কল্প এই দেহে এসে এই যজ্ঞের আয়োজন করি। এনার নাম হল ব্রহ্মা , এনাকে অ্যাডপ্ট করা হয়। গৃহস্থে থেকে তোমরা বুদ্ধি দ্বারা সব পুরানো বস্তুর সন্ন্যাস করে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করেছ। এখন জীবিত অবস্থায় সব সম্বন্ধ ত্যাগ করতে হবে। বাবা বলেন তোমাদের এই পুরানো দুনিয়ায় আর বাস করতে হবেনা । বোঝানো হয় আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হল নর থেকে নারায়ণ বা মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হওয়া বা স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত করা। এই কথাও বোঝানো হয়েছে যে মনুষ্য সৃষ্টি হল একটি-ই , যে চক্র পরিক্রমা ক'রে , ইহাই বৃক্ষ রূপে পরিচিত । বট বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়। এই বৃক্ষের আয়ু হল সুদীর্ঘ । এই সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের নবীন অবস্থায় আমরা দেবতা রূপে বাস করি। এখন তো পুরানো হয়েছে। এখানে সবাই গরীব সবাই দরিদ্র , পাই - পয়সার ব্যবসায়ীদের বণিক বলা হয়। তোমরা এখন বণিক থেকে শাহ অর্থাৎ রাজাধীশ্বর রূপে পরিণত হও। এখন তোমরা জ্ঞান রত্নের ব্যবসা করো। বাবার থেকে রত্ন নিয়ে অন্যদের দান করো। এখন তোমাদের শ্রেষ্ঠ হীরা সম বুদ্ধি হয়। তোমাদের ব্যবসা হল জ্ঞান রত্নের । জ্ঞান রত্নের পরে অসংখ্য প্রকৃত রত্নও তোমরা প্রাপ্ত করো। গায়নও আছে - সাগর হীরে-জহরাত ভরা থালা তোমাদের সামনে রাখে। তোমরা এখন পড়াশোনা এবং শিক্ষককে জেনেছ । বরাবর আমাদের পরমপিতা পরমাত্মা হলেন জ্ঞান রত্নের সাগর , যাঁকে ©রূপ-বসন্তও বলা হয়। আত্মারা মুখ দিয়ে জ্ঞান রত্নের বর্ণনা ক'রে । এই হল তোমাদের পেশা । তোমরা অমৃতবেলায় উঠে এই জ্ঞান রত্নের ব্যবসা করো । প্রভাত হল উত্তম বেলা। বলা হয় - রাম নাম স্মরণ কর প্রভাতে হে মোর মন। এই কথাটি আত্মারা বলেছে তাইনা ! মন-বুদ্ধি আত্মাতে রয়েছে । মানুষ দেহ-অভিমানে থাকে তাই ব'লে আমার মন শান্ত নয় , যেন মন দেহে রয়েছে । কিন্তু আত্মা ব'লে আমার মনে আমার বুদ্ধিতে জ্ঞান নেই। আমার শান্তি চাই। তারা নিজেদের আত্মা ভাবেনা । শান্ত বা অশান্ত আত্মা হয়। আত্মা ব'লে আমি শান্ত বা আমি অশান্ত । দেহ-অভিমানীরা বলবে আমাদের মনে শান্তি কিভাবে আসবে? মন কি ? তারা বোঝেনা। আত্মা শান্তি পায় বা আত্মার মন ? প্রথমে তো আত্মাকে জানতে হবে। আত্মার স্ব-ধর্ম হল শান্ত। এই দেহটি তোমাদের অরগ্যান বা মত-প্রকাশের মাধ্যম । এই অরগ্যান দ্বারা কর্ম করো বা স্ব-ধর্মে স্থির হও। সন্ন্যাসীরাও এই কথাটি জানেননা - ওনারা বলেন , আত্মা হয় পরমাত্মা , পরমাত্মা হয় আত্মা । কিন্তু শক্তি কোথা থেকে প্রাপ্ত হবে যাতে শান্তিতে থাকবে। যখন বাবাকে স্মরণ করবে তখনই শক্তি প্রাপ্ত হবে। শুধু শান্তিতে কোনো লাভ নেই। তারা ভাবে আমরা আত্মারাই পরমাত্মা , আমরা আত্মারা পরমাত্মার ধামে ফিরে যাই, তারা কিছুই জানেনা । পুনর্জন্মকে ভুলেই যায়। ৮৪ জন্ম ভুলে যায় । বাবা সম্মুখে বোঝাচ্ছেন , তোমরা বুঝতে পারো যে এখন আমাদের বাবার গলার মালায় পরিণত হতে হবে। আমরা প্রকৃত রূপে বাবার গলার মালা ছিলাম। এখন নাটক পূর্ণ হচ্ছে । নাটকে অ্যাক্টররা নিজেদের পার্ট প্লে করতেও থাকে আর সময়ের দিকেও দৃষ্টি রাখে। এখন নাটক পূর্ণ হচ্ছে , বাকি সময় কম রয়েছে । সময় শেষ হয় , সব অ্যাক্টররা এসে দাঁড়ায় এবং ড্রেস পরিবর্তন করে বাড়ি ফিরে যায়। হুবহু তোমাদেরও একই পার্ট রয়েছে । বাবা এসেছেন ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। এই প্রশ্ন ওঠেনা যে সেখানে আত্মারা থাকবেও কি না । আমাদের কাজ হল বর্সা প্রাপ্ত করা। নিশ্চয়ই আত্মারা রয়েছে তবেইতো আসতেই থাকে , বৃদ্ধি হতেই থাকে। এখনও আসতেই থাকে তাইতো জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়। আত্মাদের সেখান থেকে স্টেজে আসতেই হবে সুতরাং জন্ম

নিয়ন্ত্রণ কিভাবে করবে ? যে সব বাদ-বাকি আত্মারা রয়েছে সেসব আসবে তাই বৃদ্ধি হয় । বৃদ্ধি হবেই । এইসব তোমরা বাচ্চারা জানো যে যারা শেষের দিকের বাদ-বাকি আত্মারা রয়েছে তারা আসবে , যেমন দেখো মশা রাত্রে জন্মায় সকালে মরে যায়। কিন্তু তার কোনো হিসাব থাকে নাকি। এইসব যে বড় বড় বৈজ্ঞানিক রয়েছে তারা কত মাথা ঘামিয়ে আবিষ্কার করতেই থাকে । যেমন জ্ঞানের উচ্চতা সেরকম মায়াও কম নয়। অসুরী মতে দেখো কি-কি আবিষ্কার হচ্ছে । শ্রীমত কি বলছে আর বিজ্ঞানীরা কি করছে। সুখ রয়েছে তেমনই এই বিজ্ঞানের সাধন দ্বারাই বিনাশও ঘটবে । সাইন্স এবং সাইলেন্স (বিজ্ঞান ও নীরবতা) । তোমরা সদা বাবাকে স্মরণ করো সাইলেন্সে । তাদের সাইন্সের অহংকার রয়েছে । কত অ্যারোপ্লেন কত বারুদ ইত্যাদি আছে। সাইন্সের উপর সাইলেন্সের বিজয় ঘটে । অনেকে ব'লে মন জিতলে জগতের জিত কিন্তু মায়াকে জিতলে জগতের জিত বলা যায়। আত্মা অশরীরী অবস্থায় বাবার কাছে ফিরে যাবে। বলা হয় মনে যেন সংকল্প বিকল্প না আসে। বাবা বলেন এইসব তো আসবেই। মামেকম্ স্মরণ করো। আমরা আত্মারা নিজের সাইলেন্স হোম , মুক্তিধামে ফিরে যাই। পিতৃগৃহে ফিরে যাই। বুদ্ধিতে থাকে বাবা এসেছেন আমাদের নিয়ে যাবেন । বাবা হলেন গাইড । বলেন আমরা প্রিয় বাচ্চারা আমি তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব। কেউ বাড়ির পথ দেখেনি । যদি একজন কেউ দেখে নেয় তাহলে অনেকেই দেখে নেবে। তারা যাত্রাও শেখাবে। এখানকার মানুষেরা বিরক্ত হয়ে ব'লে বাড়ি ফিরে যাই। সত্যযুগে এইরকম বলবে নাকি । সুখধামকেই সবাই স্মরণ ক'রে । বাবা বলেন আমি সবাইকে নিয়ে যাব - মশা অনুরূপ । তারা শুধু ব'লে বুদ্ধের আত্মা নির্বাণধামে গেছে। যদি চলেই যায় তবে এই তাঁর এত বংশাবলী ফিরে যাবে কিভাবে । কেউ ফিরে যেতে পারেনা । আমি তো যেতেই পারি তাইনা । আমি এসেছি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। সত্যযুগে সংখ্যা খুবই কম হয়। এই সময়ে আত্মারা হল অসংখ্য । মশা অনুরূপ । সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া একমাত্র বাবার-ই কর্তব্য । বাবা বলেন আমার গলার হার হয়ে বিষ্ণুর গলার হার হবে। পতন - ও হবে প্রথমে । তারা পুজারী হয়ে রাবণের গলার হার হয়েছে। শেষমেষ এই অবস্থা হয়।

তোমরা জানো যে আমরা অর্ধকল্প সুখে এবং অর্ধকল্প দুঃখে বাস করি। রাবণের গলার হার সর্বপ্রথমে দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মারাই হয় তারপরে অন্য ধর্মের আত্মারা আসে , তারাও রাবণের গলার হার হয়। অন্তকালে সবাই রাবণের গলার হার হয়। এই ড্রামার কাহিনী এইরকম নির্ধারিত আছে যে বাবা ছাড়া কেউ এই কাহিনীর মর্ম বোঝাতে পারবেনা । পয়েন্টস তো অনেক আছে বোঝানোর জন্যে । নাটশেল বা সংক্ষেপে বলা হয় একমাত্র বাবাকে স্মরণ করো। পতিত দুনিয়াকে কিভাবে পবিত্র করা হয় , সর্বপ্রথমে গলার হার কে হয় , এইসব বুদ্ধিতে থাকা উচিত । বরাবরই আমরা প্রকৃত রূপে বাবার গলার হার তবেই বাবা আমাদের সূর্যবংশী , চন্দ্রবংশী করেন। তারপর আসে রাবণরাজ্য । এই সৃষ্টির চক্রের পরিক্রমার বিষয়ে তোমরা জানো ক্রমানুসারে । স্কুলে সব বিষয়ে ১০০% নম্বর তো কেউই পায়না । হ্যাঁ , কোনো একটি বিষয়ে ১০০ নম্বর পেতে পারে। এতেও নম্বর আছে। দৈবী গুণ ধারণ করার বিষয়টি কত বড় । সম্পূর্ণ চক্রের রহস্য বোঝাতে হবে। কেউ গুণে কম , মুরলী ভাল চালায়। ক্রমানুসারে তো আছেই । যারা পাস ক'রে তারা-ই হয় গলার মালা । বাবা-ই হলেন পারফেক্ট , ওনার মতন পারফেক্ট আর কেউ নয়। তিনি যে জন্ম-মরণের চক্রে আসেননা। তোমাদের বুদ্ধিতে কত নতুন পয়েন্টস আছে সেসব অন্য কারোর বুদ্ধিতে নেই। এইটি হল গডফাদারলী ইউনিভার্সিটি , ভগবানুওয়াচ (ভগবান বলেন) আমি রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করি। বুদ্ধিতে আছে যে ভারত কত ধন-সম্পদ সম্পন্ন ছিল , এখন হয়েছে

দরিদ্র । প্রাচীন ভারত অতি ধন সম্পন্ন ছিল , যাকে স্বর্গ বা প্যারাডাইজ বলা হয় । সম্পন্ন কুলের ব্যক্তি দরিদ্রে পরিণত হলে করুণা হয়। বলা হয় বেচারা কি অবস্থায় এসে পড়েছে। তার পুনরায় উন্নতির চেষ্টা করা হয়। ক্রিশ্চানরা ভারতের ধন-সম্পদ দ্বারা ধনী হয়েছে। ভারত দরিদ্রে পরিণত হয়েছে তাই সাহায্য করছে। অর্থ লোন বা ঋণ স্বরূপে প্রদান করে সাহায্য করছে। তোমরা এই হিসেব-নিকেসের বিষয়ে সবই জানো। কেউ ভাল বুঝতে পারে - এই সব দেয়া-নেয়ার হিসেব শেষ হয়। কিন্তু প্রেরক কে, সেসব বুঝতে পারেনা। এই কথা এখন তোমরা বুঝতে পারো। ভারত রিলিজিয়স ছিল তখন কত মাইট (শক্তিশালী) ছিল , সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক ছিল। প্রথম ধর্ম দেবী-দেবতা ধর্ম , বাবা-ই স্থাপনা করেন। এখন সবচেয়ে পতিত হয়েছে তাই সাহায্য নিশ্চয়ই করবে। যুদ্ধের সময়ে যুদ্ধও করবে , সাহায্যও করবে। এখনও দেখো দিতেই থাকে , নাহলে ভারতের অনাহারে মৃত্যু হবে। কিন্তু কখনও এইরকম হয়নি । প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসতেই থাকবে । যুদ্ধ তখন আরম্ভ হবে যখন পড়াশোনা শেষ হবে। এখনতো পড়াশোনা চলছে। বাবাকে পড়াতে হবে । ব্রহ্মা দ্বারা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনার কাজ চলছে। আচ্ছা !

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) অমৃতবেলায় উঠে জ্ঞান রত্নের ব্যবসা করতে হবে। রূপ-বসন্ত স্বরূপে স্থিত হয়ে পড়তে হবে এবং পড়াতে হবে ।

২) বাবার সঙ্গে নিজ গৃহে ফিরে যেতে হবে , তাই পবিত্রে হতে হবে। অশরীরী হয়ে বাবার স্মরণে থেকে সাইলেন্সের শক্তি দ্বারা সায়েন্সের উপর বিজয় লাভ করতে হবে ।

বরদান :- দিব্য বুদ্ধি দ্বারা সদা দিব্যতা গ্রহণকারী সফলতামূর্ত হও (ভব) ।

ব্যাখা: বাপদাদা দ্বারা জন্ম থেকেই প্রত্যেকটি বাচ্চাকে দিব্য বুদ্ধির বরদান প্রাপ্ত হয়েছে , যে আত্মারা দিব্য বুদ্ধির বরদানকে যত প্রয়োগ ক'রে তত সফল হয় কারণ প্রতিটি প্রয়োগে দিব্যতা -ই হয় সফলতার আধার । দিব্য বুদ্ধি প্রাপ্তকারী আত্মারা অ-দিব্য বুদ্ধিকেও দিব্য বুদ্ধিতে পরিণত ক'রে । সে প্রত্যেকটি কথায় দিব্যতাকেই গ্রহণ ক'রে । অ-দিব্য কর্ম কখনও দিব্য বুদ্ধি সম্পন্ন আত্মাদের প্রভাবিত করতে পারেনা ।

শ্লোগান - নিজেকে অতিথি ভেবে চলো - তাহলে স্থিতি অব্যক্ত বা মহান হয়ে যাবে ।